

প্রিয় নবীর প্রিয় প্রসঙ্গ

প্রিয় নবীর প্রিয় প্রসঙ্গ

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

প্রিয় নবীর প্রিয় প্রসঙ্গ মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে
মুহাম্মদ আবদুল আদিল আল-হাসান, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৩ = সফর ১৪৩৫

প্রকাশনা ক্রমিক: ৯৭, বিষয় ক্রমিক: ০৩

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন
নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার
হাসান লাইব্রেরী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

শব্দবিন্যাস: মু. সগির আহমদ চৌধুরী, ০১৮১৯৩৫৩৮৯৬

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেক্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য : ৫০ [পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

Prio Nobijir Prio Prosongo: By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published
By: Allamah Shah Abdul Jabbar Academy, Baitus Sharaf, Chittagong4100,
Bangladesh, Price: 50

email: abdulhai.nadvi@yahoo.com

www.saajbd.org

সূচিপত্র

হুযুর আবু মুহাম্মদ
আব্দুল্লাহ্
আবু মুহাম্মদ-এর প্রিয় প্রসঙ্গ

০৭

প্রিয় নবীজির শতবাণী	১৫
নিয়ত খালেস করা	১৫
রিয়া বা লোক দেখানো কাজ বর্জন করা	১৫
কুরআন-হাদীস মতে চলা	১৬
নেক কাজ ও বদ কাজের ভিত্তি স্থাপনের পরিণতি	১৬
দীনী শিক্ষা অর্জন করা	১৬
দীনী বিষয় গোপন করা	১৬
মাসআলা জেনে আমল না করা	১৭
পেশাব হতে সতর্ক থাকা	১৭
উত্তমরূপে অযু গোসল করা	১৭
মিসওয়াক করা	১৭
অযুতে ভালোভাবে পানি না পৌঁছানো	১৭
নামাযের জন্য স্ত্রীলোকের বাইরে যাওয়া	১৮
নামাযের পাবন্দি	১৮
প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা	১৮
ভালোরূপে নামায আদায় না করা	১৮
নামাযে এদিক-ওদিক তাকানো	১৯
নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া	১৯
জেনে শুনে নামায কাযা করা	১৯
করযে হাসানা প্রদান	১৯
গরীব দেনাদারকে সময় দেওয়া	১৯
কুরআন পাঠের সওয়াব	১৯
বদ-দুআ করা	২০
হারাম মাল কামাই ও খাওয়া-পরা	২০
প্রতারণা করা	২০
করয বা ধার নেওয়া	২০
সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও দেনা পরিশোধ না করা	২১

সুদ নেওয়া ও দেওয়া	২১
অন্যের জমি জোর করে নেওয়া	২১
যথা সময়ে মজুরি দেওয়া	২১
সন্তান মারা গেলে	২১
সুগন্ধি লাগিয়ে পর-পুরুষের সামনে যাওয়া	২২
মেয়েলোকদের পাতলা কাপড় পরিধান করা	২২
স্ত্রীলোকের পুরুষের চুরত ধারণ করা	২২
গৌরব প্রকাশের জন্য কাপড় পরা	২২
কারো ওপর যুলুম করা	২২
দয়া ও অনুগ্রহ করা	২৩
সৎকাজে নির্দেশ ও অসৎকাজে নিষেধ	২৩
মুসলমানদের দোষ ঢেকে রাখা	২৩
কারো অপমান অনিষ্ট দেখে খুশি হওয়া	২৩
কোনো গোনাহের কারণে খোটা দেওয়া	২৪
সগীরা গোনাহ করা	২৪
মাতা-পিতাকে খুশি রাখা	২৪
আত্মীয়-স্বজনের সাথে অসদ্ব্যবহার করা	২৪
ইয়াতীমের লালন-পালন করা	২৪
পাড়া-প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া	২৫
মুসলমানের কোন কাজ করে দেওয়া	২৫
লজ্জাশীলতা ও নির্লজ্জতা	২৫
ভালো স্বভাব ও মন্দ স্বভাব	২৫
কোমল ও কঠোর ব্যবহার	২৬
কারো ঘর বা বাড়িতে উঁকি মারা	২৬
কারো গোপনীয় কথায় কান দেওয়া	২৬
রাগ বা ক্রোধ করা	২৭
কথা বলা ত্যাগ করা	২৭
কোনো মুসলমানকে বেঈমান বলা ও অভিশাপ দেওয়া	২৭
কোনো মুসলমানকে অহেতুক ভয় দেখান	২৭
মুসলমানের ওয়র কবুল করে নেওয়া	২৮
গীবত করা	২৮
মিথ্যা দোষারূপ করা	২৮
কথা কম বলা	২৮
অহংকার করা	২৮
সত্য কথা ও মিথ্যা কথা	২৮
চোগলখুরী	২৯
আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা	২৯
ঈমানের কসম করা	২৯
রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে নেওয়া	২৯
ওয়াদা ঠিক রাখা, আমানত পূরা করা	২৯

জ্যোতিষী দ্বারা ভাগ্য গণনা করা	২৯
কুকুর পালন ও ছবি রাখা	৩০
বিনা ওয়রে উপুড় হয়ে শয়ন করা	৩০
কিছু রোদে ও কিছু ছায়ায় বসা	৩০
কুলক্ষণ ও কুযাত্রা মেনে চলা	৩০
যাদু-টোনা করা	৩০
পার্থিব লোভ করা	৩০
মৃত্যুকে স্মরণ করা	৩০
বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা	৩১
রোগীর সেবা করা	৩১
মৃতের দাফন-কাফন	৩১
ইয়াতীমের মাল খাওয়া	৩১
কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ	৩১
বেহেশত ও দোযখকে স্মরণ রাখা	৩২

হুযুর ﷺ-এর প্রিয় প্রসঙ্গ

১. হুযুর ﷺ সর্বাধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বভাব-চরিত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি অতি লম্বা বা অতি খাটও ছিলেন না। অর্থাৎ মধ্যম কদের ছিলেন। [বায়হাকী]
২. হুযুর ﷺ সর্বাধিক সহিষ্ণু ও সহনশীল ছিলেন। মানুষের দেয়া কষ্ট তিনি সহ্য করে চলতেন। [ইবনে সা'দ]
৩. হাটার সময় হুযুর ﷺ এমনভাবে পায়ে ভর দিয়ে হাটতেন মনে হতো তিনি যেন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে মাটিতে পা রাখছেন এবং উঠাচ্ছেন। পদক্ষেপ এমনভাবে করতেন দেখলে মনে হতো তিনি কোনো উচ্চ স্থান থেকে নিম্ন দিকে অবতরণ করছেন। তবে পা অত্যন্ত নম্রতার সাথে বাড়াতেন। পার্শ্ববর্তী কিছু দেখতে হলে সম্পূর্ণ ঘুরতেন। দৃষ্টি প্রায় সর্বদা জমির দিকে রাখতেন। উপরে বা আশেপাশের দিকে খুব কমই দৃষ্টিপাত করতেন। কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে আগেই সালাম দিতেন। [তিরমিযী]
৪. হুযুর ﷺ ধীরে ধীরে কথা বলতেন। যেন শ্রোতাগণ উত্তমরূপে বুঝতে পারে। তাই বলে আবার এত ধীরে নয় যে, শ্রোতাগণ বিরক্ত হয়ে পড়ে। [আবু দাউদ]
৫. হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, হুযুর ﷺ কথাবার্তা পৃথক পৃথক ও স্পষ্টভাবে বলতেন যেন কেউ শুনে বুঝতে পারে। [আবু দাউদ]
৬. হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, হুযুর ﷺ সকল বদ-অভ্যাসের মধ্যে মিথ্যাকেই বেশি ঘৃণা করতেন। [বায়হাকী]
৭. হযরত আনাস রাঃ বলেন, হুযুর ﷺ সকল কাপড়ের মধ্যে ইয়ামনি চাদরকে বেশি পছন্দ করতেন। [বায়হাকী]
৮. অনেকের ধারণা এ চাদর কিছুটা মামুলি ধরনের ও কম ময়লা হওয়ার কারণে হুযুর ﷺ-এর কাছে বেশি পছন্দনীয় ছিল।

৯. হযরত আয়েশা রাযাতুল্লাহু আনহা বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ইবাদতকেই বেশি পছন্দনীয় বলে মনে করতেন, যা নিয়মিত আদায় করা হয়। পক্ষান্তরে অধিক ইবাদত অথচ নিয়মিত নয় সেরূপ ইবাদত পছন্দ করতেন না। [বুখারী ও ইবনে মাজাহ]
১০. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বকরীর সম্মুখ পায়ে মাংসই বেশি পছন্দনীয় ছিল। [ইবনে আসুন্না]
১১. হযরত আয়েশা রাযাতুল্লাহু আনহা বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানীয় দ্রব্যের মধ্যে শীতল এবং মিষ্টি শরবতকেই বেশি ভালোবাসতেন। অপর বর্ণনায় আছে, পানীয়ের মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধই বেশি ভালোবাসতেন।
১২. ইবনে আসুন্না ও আবু নুআইম হযরত আয়েশা রাযাতুল্লাহু আনহা হতে রেওয়ায়েত করেন, তিনি মধুর শরবতই বেশি ভালোবাসতেন।
১৩. হযরত আব্বাস রাযাতুল্লাহু আনহু বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয়তম ব্যঞ্জন ছিল সিরকাহ। [আবু নুআইম]
১৪. হযরত আনাস রাযাতুল্লাহু আনহু বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ মুবারক থেকে ঘাম অধিক নির্গত হতো। [মুসলিম]
১৫. হযরত জাবের রাযাতুল্লাহু আনহু বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাড়ি মুবারক যথেষ্ট ঘন ছিল। [মুসলিম]
১৬. হযরত আয়েশা রাযাতুল্লাহু আনহা বলেন, ফলের মধ্যে ভেজা খুরমা এবং খরবুজা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বেশি পছন্দনীয় ছিল। [ইবনে আদী]
১৭. হযরত আবু ওয়াক্কদ বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে যখন ইমামতি করতেন তখন নামায খুব অল্প সময়ের মধ্যে পড়াতেন। কিন্তু একাকী নামায আদায়কালে খুব বেশি সময় লাগতো। [আহমদ, নাসায়ী]
১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বশীর রাযাতুল্লাহু আনহু বলেন, যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো ঘরে যেতেন তখন দরজার সোজা না দাঁড়িয়ে ডান দিকের থামের কাছে দাঁড়িয়ে সালাম করতেন। [আবু দাউদ]
- কারো ঘরে প্রবেশকালে দরজার সোজা না দাঁড়িয়ে ডান বা বাম দিকে দাঁড়িয়ে সালাম করা সুন্নত। অবশ্য দরজা বন্ধ থাকলে দরজা বরাবর দাঁড়ানোতে দোষের কিছু নেই।
১৯. হযরত ইকরামা রাযাতুল্লাহু আনহা বলেন, হুযুরের অভ্যাস ছিল কোনো লোক তাঁর সামনে এলে তিনি যদি লোকটির মুখ প্রফুল্ল দেখতেন তবে তাঁর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে উঠিয়ে নিতেন। [ইবনে সা'দ] অর্থাৎ তার সাথে অন্তরঙ্গ হতে চাইতেন।

২০. হযরত উতবা ইবনে আবদ ^{রিয়াদা} ^{আনহু} বলেন, যে ব্যক্তি হুযর ^{আবদুল্লাহ} ^{আনহু}-এর নিকট আসতো, যদি তার নামটি ভালো না হতো তবে তিনি তার নামটি বাদ দিয়ে নতুন নাম রেখে দিতেন। [ইবনে মাসদাহ]
২১. হুযর ^{আবদুল্লাহ} ^{আনহু}-এর নিকট যদি কেউ নিজের মালের যাকাত নিয়ে আসতো তখন তিনি তার জন্য দুআ করতেন, হে আল্লাহ! আপনি অমুকের প্রতি রহম নাযিল করুন। [আহমদ]
২২. হুযর ^{আবদুল্লাহ} ^{আনহু} যখন খুশি হতেন এবং খোশহালে থাকতেন তখন বলতেন, আল-হামদু লিল্লাহি বিনি মাতিহি তাতিম্মুস সালিহাত, আর যখন নাখোশ অবস্থায় থাকতেন তখন বলতেন আল-হামদু লিল্লাহিল্লাম্বাযী আলা কুল্লি হাল।
২৩. জিহাদের গনীমতরূপে হুযর ^{আবদুল্লাহ} ^{আনহু}-এর অংশে যখন কোনো দাস-দাসী আসতো, তখন হুযর ^{আবদুল্লাহ} ^{আনহু} তা তাঁর বিবিগণের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দিতেন। [আহমদ, ইবনে মাজাহ]
২৪. হুযর ^{আবদুল্লাহ} ^{আনহু}-এর কাছে যখন খানা হাজির করা হতো তখন তিনি স্বীয় সম্মুখভাগ হতে খানা খাওয়া আরম্ভ করতেন। অবশ্য যদি খুরমা হতো তাহলে তিনি তা সবদিক হতেই ভক্ষণ করতেন। অতঃপর তা উপস্থিত ছেলে-মেয়েদেরকে দিয়ে দিতেন। [খতীব]
২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ^{রিয়াদা} ^{আনহু} ও হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ^{রিয়াদা} ^{আনহু} বলেন, যখন তারা মুহাম্মদ ^{আবদুল্লাহ} ^{আনহু}-এর কাছে সুগন্ধি তেলের পাত্র নিয়ে উপস্থিত হতেন, তখন তাতে তিনি আঙ্গুল ভিজিয়ে দরকার মতো ব্যবহার করতেন।
২৬. হযরত হাফসা ^{রিয়াদা} ^{আনহা} বলেন, হুযর ^{আবদুল্লাহ} ^{আনহু} যখন শুতেন, তখন তাঁর ডান হাত মুবারক ডান গালের নীচে রাখতেন। [তাবরানী]
২৭. হযরত আয়েশা ^{রিয়াদা} ^{আনহা} বলেন, হুযর ^{আবদুল্লাহ} ^{আনহু} মাথায় তেল দেওয়ার সময় বাম হাতে তেল নিয়ে প্রথমে ক্র্যুগলে, তারপর চোখে এবং শেষে মাথায় লাগাতেন।
- অন্য বর্ণনায় আছে, হুযর ^{আবদুল্লাহ} ^{আনহু} যখন দাড়িতে তেল লাগাতে ইচ্ছা করতেন, হাতে তেল নিয়ে প্রথমে দু'চোখে তারপর দাড়িতে লাগাতেন।
২৮. হযরত জাবের ^{রিয়াদা} ^{আনহু} বলেন, হুযর ^{আবদুল্লাহ} ^{আনহু} যখন পেশাব-পায়খানায় বসার ইচ্ছা করতেন, তখন জমিনের একেবারে নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর সতর উন্মুখ করতেন না। [আবু দাউদ, তিরমিযী]

২৯. হযরত আয়েশা রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন, হুযুর ﷺ যখন জুনুব বা নাপাক শরীরে ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি অযু করে নিতেন। আর ওই অবস্থায় যদি কোনো কিছু খেতে ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি উভয় হাত কজা পর্যন্ত ধুয়ে নিতেন, তারপর খানাপিনা করতেন। [আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ]

৩০. হযরত আনাস রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, হুযুর ﷺ নতুন কাপড় সাধারণত জুমাবার হতে পড়া শুরু করতেন। [খতীব]

অপর বর্ণনায় আছে, অতঃপর আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করতেন এবং পুরাতন কাপড় কোন গরীবকে দান করতেন।

৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, হুযুর ﷺ মিসওয়াক করা শেষ করে তা বয়োজ্যেষ্ঠ লোককে প্রদান করতেন। আর পানি পান শেষ করে অবশিষ্ট পানি তাঁর ডান পাশের লোককে দিতেন। [হাকেম, তিরমিযী]

এর কারণ ও উদ্দেশ্য ছিল হুযুর ﷺ এর বদান্যতা ও বরকত পৌঁছানো।

৩২. হযরত আয়েশা রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন, হুযুর ﷺ যদি জানতে পারতেন যে, তাঁর পরিবারের কেউ মিথ্যা কথা বলেছে, তবে তাঁর সাথে কথাবার্তা, উঠাবসা সবকিছু পরিত্যাগ করতেন। তার প্রতি পূর্ণ অসম্ভুষ্টি প্রকাশ করতেন। পরে যখন সে তওবা করতো আবার সাথে সাথে পূর্ববৎ ব্যবহার করতেন এবং পূর্ণ সম্ভুষ্টি প্রকাশ করতেন। প্রত্যেক গোনাহগারের সাথে তিনি এরূপ ব্যবহার করতেন। [আহমদ]

৩৩. হযরত আবু হুরায়রা রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, হুযুর ﷺ যখন চিন্তিত হতেন তখন দাড়ি মুবারকে বারবার হাত বুলাতেন। [সিরাজী, ইবনে সীরীন]

৩৪. হুযুর ﷺ চুখে সুরমা লাগাবার সময় তিন তিনবার লাগাতেন। [তিরমিযী]

৩৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, যখন হুযুর ﷺ খানা খেতেন তখন তিনি যে আঙ্গুল দ্বারা খেতেন, খানা খাবার পর তা খুব ভালোভাবে চেটে খেতেন যাতে আল্লাহর নেয়ামতের অপচয় বা অপব্যবহার না হয়। [মুসলিম, আহমদ]

৩৬. হযরত আবু হুরায়রা রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, যখন হুযুর ﷺ এর সম্মুখে কঠিন সমস্যা দেখা দিত, তখন তিনি মস্তক মুবারক আকাশের দিকে উঠিয়ে পাঠ করতেন, সুবাহানাল্লাহিল আযীম।

৩৭. হযরত আবু মুসা আল-আশআরী রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, হুযুর ﷺ যখন সাহাবীদের কাউকে কোনো কাজে পাঠাতেন তখন উপদেশ দান

করতেন, সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে, বিনয় ও ভদ্রতার সাথে কথা বলবে, কাউকে ঘৃণা করবে না, শরীয়তের হুকুমের পাবন্দি করবে, সকলের ওপর ইহসান করবে, কখনো কারো প্রতি যুলুম করবে না।
[আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

৩৮. হযরত সখল ইবনে ওয়াদায়া রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু বলেন, হযুর সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও মুজাহিদ পাঠালে দিনের পূর্বাহ্নেই পাঠাতেন। [আবু দাউদ, তিরমিযী]

৩৯. হযরত আয়েশা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহা বলেন, হযুর সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে উপদেশ দানকালে এভাবেই বলতেন, মানুষের কি অবস্থা হলো যে, তারা এরূপ খারাপ কথা বলা শুরু করে দিল। [আবু দাউদ]

৪০. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু বলেন, হযুর সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে আহার করলে বিকালে আহার করতেন না। আবার বিকালে আহার করলে সকালে আহার করতেন না। অর্থাৎ তিনি এক বেলা আহার করতেন।

৪১. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু বলেন, হযুর সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সকালে কোনো মাল-সামানা এলে দুপুরের পূর্বেই এবং দুপুরের পরে এলে বিকালের মধ্যে যথাস্থানে খরচ করে ফেলতেন। [বায়হাকী, খতীব]

৪২. হযুর সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত মুচকি হাসি হাসতেন।

অপর এক সনদে আছে, খুব বেশি হাসি পেলে হযুর সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখের ওপর হাত মুবারক রাখতেন।

৪৩. হযরত আবু ওমামা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু বলেন, হযুর সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিস হতে উঠার সময় দশ-পনের বার নিম্নের দুআ দ্বারা তওবা ইস্তেগফার করতেন, আসতাগফিরুল্লাহিল আযীমাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল কাইয়ুম ওয়াতুবু ইলাইহি।

৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু বলেন, হযুর সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বসে কথা বলতেন, তখন বার বার আকাশের দিকে তাকাতেন। [আবু দাউদ]

৪৫. হযরত হুযায়ফা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু বলেন, হযুর সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো কঠিন সমস্যা পড়তেন তখন তিনি নফল নামায আদায় করতেন। [আবু দাউদ, আহমদ]

এ আমল দ্বারা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, পার্থিব-অপার্থিব সব রকমের ফায়দা হাসিল হয়ে থাকে এবং পেরেশানি দূরিত হয়।

৪৬. হযরত সাঈদ ইবনে হাকিম রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু বলেন, যদি হযুর সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে কোনো বস্তু ভালো মনে হতো, তবে তিনি স্বীয় নজর না লাগার জন্য এ দুআ পড়তেন, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিহি ফালা তাদুররুহ। [ইবনে সীরীন]

- ৪৭.হযরত মুজাহিদ রুমোহাফ়া
আনহু বলেন, হযুর আবু বাকর
সিদ্দিক
রাঃ কোনো মহিলাকে বিয়ের
পয়গাম দিলে সে যদি তা কবুল না করতো, তবে তিনি আর দ্বিতীয়বার
পয়গাম দিতেন না। [ইবনে সা'দ]
- ৪৮.হযরত আয়েশা রুমোহাফ়া
আনহা বলেন, হযুর আবু বাকর
সিদ্দিক
রাঃ যখন স্বীয় বিবিদের সাথে
মুহব্বত সুলভ আচরণ করতেন তখন তাঁর ভেতরে খুবই প্রফুল্লতা ও
নম্রতা প্রতিভাত হয়ে থাকতো। [ইবনে সা'দ]
- ৪৯.হযরত যায়েদ ইবনে সালেহা রুমোহাফ়া
আনহু বলেন, হযুর আবু বাকর
সিদ্দিক
রাঃ পায়খানায় যাওয়ার
সময় মস্তক ঢেকে জুতা পায়ে দিয়ে যেতেন। [ইবনে সা'দ]
- ৫০.হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রুমোহাফ়া
সিদ্দিক
আনহুমা বলেন, হযুর আবু বাকর
সিদ্দিক
রাঃ যখন কোন
রোগীর নিকট তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন এ দুআ পাঠ করতেন। লা
বাসা তুহরুন ইনশাআল্লাহ। [বুখারী]
- ৫১.হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী রুমোহাফ়া
আনহু বলেন, দুআ করার সময় হযুর
আবু বাকর
সিদ্দিক
রাঃ সর্বপ্রথম নিজের জন্য দুআ করতেন (তারপর অন্যের জন্য)।
[তাবরানী]
- ৫২.হযরত সওবান রুমোহাফ়া
আনহু বলেন, হযুর আবু বাকর
সিদ্দিক
রাঃ কোন ভয়ের সম্মুখীন হলে এ
দুআ পাঠ করতেন, আল্লাহ রাব্বি লা শারিকালাহ। [নাসায়ী]
- ৫৩.হযরত সুহাইল রুমোহাফ়া
আনহু বলেন, হযুর আবু বাকর
সিদ্দিক
রাঃ কোনো কাজে বা কথায় রাজি
থাকলে তিনি নীরব থাকতেন। [ইবনে মুনদা]
- ৫৪.হযরত উম্মে সালমা রুমোহাফ়া
আনহা বলেন, হযুর আবু বাকর
সিদ্দিক
রাঃ-এর নেক বিবিগণের কারো
চোখে রোগ হলে তিনি তার চোখ ভালো না হওয়া পর্যন্ত সহবাস
করতেন না। [আবু নুআইম]
- ৫৫.হযুর আবু বাকর
সিদ্দিক
রাঃ যখন কোনো জানাযায় শরীক হতেন, তখন তিনি অত্যন্ত
নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে যেতেন এবং দিলের ভিতরে স্বীয় মৃত্যুর কথা স্মরণ
করতেন। [ইবনে মুবারক, ইবনে সা'দ]
- ৫৬.হযরত আবু হুরাইয়া রুমোহাফ়া
আনহু বলেন, হযুর আবু বাকর
সিদ্দিক
রাঃ হাঁচি দেওয়ার সময় মুখের
ওপর হাত বা কাপড় রেখে আওয়াজ ছোট করার চেষ্টা করতেন। [হাকিম,
আবু দাউদ, তিরমিযী]
- ৫৭.হযরত আয়েশা রুমোহাফ়া
আনহা বলেন, হযুর আবু বাকর
সিদ্দিক
রাঃ কোনো নেক আমল শুরু করলে
তা সর্বদা করার অভ্যাস করতেন। [মুসলিম, আবু দাউদ]
- ৫৮.হযরত আবু হুরায়রা রুমোহাফ়া
আনহু বলেন, দাঁড়ানো অবস্থায় হযরত আবু বাকর
সিদ্দিক
রাঃ-এর
রাগ দেখা দিলে বসে পড়তেন এবং বসা অবস্থায় দেখা দিলে শুয়ে
পড়তেন। [ইবনে আবিদ]

৫৯. হযরত ওসমান ^{রাযিরাহুতু আলাইহ} বলেন, হযুর ^{আবু বাকর রাযিরাহুতু আলাইহ} মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর স্বীয় সাথীদের সাথে কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করতেন এবং বলতেন, তোমরা মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত ও সাবেত কদমীর জন্য দুআ কর। যেহেতু এখন মুনকার-নকীর তাকে প্রশ্ন করার সময়। [আবু দাউদ]
৬০. হযরত আবু হুরায়রা ^{রাযিরাহুতু আলাইহ} বলেন, হযুর ^{আবু বাকর রাযিরাহুতু আলাইহ} ডান দিক হতে জামা পরিধান করতেন। অর্থাৎ ডান হাত আগে আস্তিনে ঢুকাতেন। [তিরমিযী]
৬১. হযরত আনাস ইবনে মালেক ^{রাযিরাহুতু আলাইহ} বলেন, কোনো সাহাবী যদি হযুরের সাক্ষাতে এসে তাঁর নিকটে দাঁড়াতেন, তখন তিনিও তাঁর বিদায় না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। আর কোনো সাহাবী হযুরের সাথে মুসাফাহা করার পর তিনি সেচ্ছায় তাঁর হাত ছাড়িয়ে না আনা পর্যন্ত নিজের হাত টেনে আনতেন না। কোনো সাহাবী যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের চেহারা ফিরিয়ে না নিতেন, হযুর ^{আবু বাকর রাযিরাহুতু আলাইহ} ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিতেন না। কোনো সাহাবী কোন গোপন কথা বলার জন্য হযুর ^{আবু বাকর রাযিরাহুতু আলাইহ}-এর কানের নিকট মুখ নিলে হযুর ^{আবু বাকর রাযিরাহুতু আলাইহ}ও নিজের কান মুবারক আগায়া দিতেন এবং সাহাবী যতক্ষণ পর্যন্ত না সরে যেতেন হযুর ^{আবু বাকর রাযিরাহুতু আলাইহ} ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় কান মুবারক সরাতেন না। [ইবনে সা'দ]
৬২. হযরত খাদিজা ^{রাযিরাহুতু আলাইহ} বলেন, সাহাবীগণের যে কেউ হযুর ^{আবু বাকর রাযিরাহুতু আলাইহ}-এর সাথে সাক্ষাত করতেন তিনি তাঁর সাথে মুসাফাহা করতেন এবং তাঁর জন্য দুআ করতেন। [নাসায়ী]
৬৩. হযরত জুনদুব ^{রাযিরাহুতু আলাইহ} বলেন, সাহাবীগণের সাথে হযুর ^{আবু বাকর রাযিরাহুতু আলাইহ}-এর সাক্ষাৎ হলে প্রথমে মুসাফাহা করতেন না। সালাম করতেন আগে। [তাবরানী]
৬৪. জনৈক আজদারীর দাসী বলেন, হযুর ^{আবু বাকর রাযিরাহুতু আলাইহ} নাম না জানা কাউকে ডাকলে ইয়া ইবনে আবদুল্লাহ বলে ডাকতেন।
৬৫. হযরত জাবের ^{রাযিরাহুতু আলাইহ} বলেন, হযুর ^{আবু বাকর রাযিরাহুতু আলাইহ} পথ চলার সময় এদিক-ওদিক তাকাতেন না। চোখের দৃষ্টি সম্মুখে নীচের দিকে রাখতেন। [হাকিম]
৬৬. হযরত উম্মে সালামা ^{রাযিরাহুতু আলাইহ} বলেন, হযুর ^{আবু বাকর রাযিরাহুতু আলাইহ}-এর বিছানা হতো কাফনের মতো (মামুলি ধরনের), শোবার সময় মাথা মুবারক মসজিদের দিকে থাকতো। [আবু দাউদ]
৬৭. হযরত হাফসা ^{রাযিরাহুতু আলাইহ} বলেন, হযুর ^{আবু বাকর রাযিরাহুতু আলাইহ}-এর বিছানা ছিল চাটাইয়ের বিছানা। [তিরমিযী]
৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ^{রাযিরাহুতু আলাইহ} বলেন, হযুর ^{আবু বাকর রাযিরাহুতু আলাইহ}-এর জামা ছোট গিরার ওপর ছিল (নিসফে সাক) হাঁটুর নীচ ও গিরার ওপর

পর্যন্ত। আর তাঁর জামার আন্তিন হাতের গিরা কিংবা হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত ছিল। [হাকিম]

৬৯. হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বালিশ ছিল চামড়ার, যার মধ্যে খেজুর গাছের আঁশ ভরা ছিল। [তিরমিযী]

৭০. হযরত নু'মান ইবনে বশীর রাঃ বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেট পুরে খাবার জন্য সাধারণ খেজুরও পেতেন না। [তবরানী]

সারা জাহানের ধন-সম্পদ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদতলে গড়াগড়ি দিলেও তিনি তা তুচ্ছ ভাবতেন পরকালের বিনিময়ে। তাই তিনি করেছিলেন ফকিরী।

৭১. হযরত আনাস রাঃ বলেন, হযুরের চলার পথে কখনও জনসাধারণকে হট্টায়ে দেওয়া হতো না। [তবরানী]

৭২. হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তিনদিনের কমে কুরআন খতম করতেন না। [ইবনে সা'দ]

৭৩. হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানীফা রাঃ বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়ত সিদ্ধ কোন কাজে কখনও বাধা প্রদান করতেন না। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কোন কিছু প্রশ্ন করা হলে তিনি তার উত্তর দান করা সঙ্গত মনে করলে হ্যাঁ আর তা না করলে নীরবতা অবলম্বন করতেন।

[সূত্র: বেহেশতী যেওর]

প্রিয় নবীজির শতবাণী

হযর ﷺ-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত মহান বাণী শুনলেই প্রত্যেক মুসলমানেরই মন বিগলিত হয় এবং হওয়া উচিত। তাই এখানে নেক কাজের সওয়াব ও বদ কাজের আযাব সংবলিত একশটি হাদীসের বর্ণনা উল্লেখ করা হল। এগুলোর মর্ম নিজে জেনে আমল করলে এবং অন্য মুসলমান ভাই-বোনদেরকে জানালে বহু সওয়াব ও মরতবা হাসিল হবে।

হযর ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাত্র চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত করে আমার উম্মতকে পৌছাবে তাকে প্রকৃত ও খাঁটি আলেম সম্প্রদায়ভুক্ত করে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে। কাজেই সকল মুসলমানের এই হাদীসগুলো জেনে আমল করা উচিত এবং পার্শ্ববর্তী মুসলমান ভাই-বোনদেরকে জানানো দরকার।

নিয়ত খালেস করা

১. এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কি বস্তু? হযর ﷺ জবাব দিলেন, নিয়ত খালেস রাখ। খালেস নিয়তে ইবাদত করাই ঈমানের রূহ বা আত্মা-স্বরূপ। খালেস বা খাঁটি নিয়ত অর্থ সকল কাজই আল্লাহর ওয়াস্তে করবে।
২. হযর ﷺ ইরশাদ করেছেন, নেক কাজের সওয়াব শুধু নিয়তের বরকতেই হয়ে থাকে।

ফায়োদা: নিয়ত খালেস হলে নেক কাজের পূর্ণ ছওয়াব পাওয়া যায়। নচেৎ নয়।

রিয়া বা লোক দেখানো কাজ বর্জন করা

৩. হযর ﷺ বলেন, যে কেউ নামের জন্য কোনো কাজ করবে, আল্লাহ তাআলা রোজ কিয়ামতে তার দোষ শোনাবেন এবং যে লোককে দেখানোর জন্য কোনো কাজ করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ দেখিয়ে দেবেন।

৪. হযুর ﷺ বলেন, লোক দেখানোর নিয়তে সামান্য কাজ করাও একপ্রকার শিরক।

কুরআন-হাদীস মতে চলা

৫. হযুর ﷺ ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে যখন দীনের অবনতি শুরু হবে তখন যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, সে একশত শহীদেব সওয়াব পাবে।
৬. হযুর ﷺ আরও বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে এমন দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি; যদি সে দুটি তোমরা শক্তভাবে আকড়ে ধর, তবে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। একটি কিতাব (কুরআন মজীদ), দ্বিতীয়টি আমার সুন্নত। [হাদীস শরীফ]

নেক কাজ ও বদ কাজের ভিত্তি স্থাপনের পরিণতি

৭. হযুর ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি একটি সৎ কাজের ভিত্তি স্থাপন করবে, অতঃপর তাঁর দেখাদেখি যত লোক সে কাজটি করবে সকলের সওয়াবের সমষ্টি পরিমাণ সওয়াব সে ব্যক্তি পাবে যে সৎ পথটি দেখিয়েছে, এতে তাদের সওয়াবের ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি বদ-কাজের ভিত্তি স্থাপন করবে, তার নিজের গোনাহ তো আছেই, তার দেখাদেখি যতলোক সে কাজটি করবে তাদের গোনাহের সমষ্টিও যে দেখিয়েছে তার গোনাহের খাতায় লেখা হবে। তাদের গোনাহের ঘাটতি হবে না।

দীনী শিক্ষা অর্জন করা

৮. হযুর ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তাকে দীনের বুঝ তথা জ্ঞান দান করেন। অর্থাৎ সে শরীয়তের মাসআলা অনুসন্ধান করে ও তার প্রতি তার আগ্রহ বাড়ে।

দীনী বিষয় গোপন করা

৯. যে ব্যক্তি দীনী বিষয়ে অবগত অথচ তার কাছে জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও সে তা প্রকাশ করে না, লুকিয়ে রাখে, রোজ কিয়ামতে তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

ফায়োদা: কাজেই দীনের বিষয় যা জান তা অন্যকে শিখাতে কার্পণ্য ও আলস্য করবে না। অবশ্য সঠিকভাবে না জেনে তা বলবে না। কারণ এতেও বড় গোনাহ আছে।

মাসআলা জেনে আমল না করা

১০. হযুর আল্লাহ রাসূল বলেন, ইলম শিখে সে অনুযায়ী আমল না করলে সে ইলম তার জন্য আযাবের কারণ হবে।

তাই সাবধান! দেশাচার, লোকাচারের খাতিরে, বিবি, পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব বা অন্য কারো খাতিরে কিংবা শয়তান ও নফসের ধোঁকায় পড়ে কখনো শরীয়তের হুকুম জানা সত্ত্বেও তার বিপরীত কাজ করবে না।

পেশাব হতে সতর্ক থাকা

১১. মহানবী আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করেন, হে উম্মতগণ! পেশাবের ছিটা ও ফোটা হতে তোমরা খুব বেশি সতর্ক থাক। কেননা অধিকাংশ কবর আযাব পেশাবের কারণেই হয়ে থাকে।

কাজেই পেশাব বসে করবে, দাঁড়িয়ে নয়-যাতে ছিটা-ফোটা শরীরে বা কাপড়ে না লাগে।

উত্তমরূপে অযু গোসল করা

১২. হযুর আল্লাহ রাসূল বলেন, কষ্টের সময় উত্তমরূপে অযু করলে গোনাহ ধুয়ে যায়।

ফায়োদা: বিশেষত যখন শীত বা আলস্যের কারণে অযু গোসল করতে কষ্ট হয় তখন অযু-গোসল করাতে অনেক সগীরা গোনাহ মাফ হয়ে যায়।

মিসওয়াক করা

১৩. রাসূল আল্লাহ রাসূল বলেন, মিসওয়াক করে দাত পরিষ্কার করে অযু করে দু'রাকাআত নামায পড়লে তা বিনা মিসওয়াকের সত্ত্বেও রাকাআত সওয়াবের অধিক হবে।

অযুতে ভালোভাবে পানি না পৌঁছানো

১৪. নবী করীম আল্লাহ রাসূল একদিন দেখলেন, কতগুলো লোক অযু করছে, কিন্তু পায়ের গোড়ালির দিকে শুকনো, তখন তিনি বললেন, পায়ের গোড়ালি শুষ্ক থাকার দরুন দোযখে ভীষণ আযাব হবে।

সাবধান! হাতে আংটি থাকলে তা নেড়ে নেড়ে পানি পৌঁছাবে। শীতের সময় পা শুকিয়ে যায়। প্রায়ই পায়ের তলায় বা গোড়ালির দিকে একটু বেখেয়াল হলেই শুকনা থাকে। তাই এসব জায়গায় বিশেষ খেয়াল রেখে পানি পৌঁছাতে হবে। অনেক মহিলা শুধু মুখের সম্মুখভাগ ধোয়, কানের লতি পর্যন্ত ধোয় না। এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যথায় তা কবরে ভয়ঙ্কর আযাবের কারণ হবে।

নামাযের জন্য স্ত্রীলোকের বাইরে যাওয়া

১৫. হযুর আল্লাহ
আলিম
উয়ুসুফ ইরশাদ করেন, মেয়ে লোকদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মসজিদ ঘরের অন্দর কোঠা।

ফায়েদা: এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, স্ত্রীলোকদের নামাযের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া চায় না। আরও বোঝা যায় যে, নামাযের মতো শ্রেষ্ঠ ইবাদতেও ঘর হতে বাইরে যাওয়া ঠিক নয়। কাজেই শুধু প্রচলনের খাতিরে বা শুধু ঘোরাফেরার জন্য ঘর হতে বের হওয়া তাদের জন্য কত বড় অন্যায।

নামাযের পাবন্দি

১৬. রাসূলুল্লাহ আল্লাহ
আলিম
উয়ুসুফ ইরশাদ করেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ এরূপ, যেমন কারো বাড়ির সামনে একটি নদী প্রবাহিত আছে, সে দৈনিক পাঁচবার ওই নদীতে গোসল করলে তার শরীরে যেমন বিন্দুমাত্র ময়লা থাকতে পারে না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পাবন্দি করে তারও সব গোনাহ ধুয়ে মুছে চলে যায়।

১৭. হযুর আল্লাহ
আলিম
উয়ুসুফ আরও বলেন, কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট হতে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হবে।

ফায়েদা: নামাযের হিসাবে উত্তীর্ণ হলে আশা করা যায় যে, অন্যান্য হিসাবেও উত্তীর্ণ হবে।

প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা

১৮. হযুর আল্লাহ
আলিম
উয়ুসুফ বলেন, প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করলে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত খুশি হন।

ফায়েদা: মেয়েলোকদের তো জামাআত নেই। তাদের তো জামাআতের অপেক্ষা করতে হয় না। তাই তারা নামাযে দেরি করবে কেন?

ভালোরূপে নামায আদায় না করা

১৯. নবী করীম আল্লাহ
আলিম
উয়ুসুফ বলেন, যে ব্যক্তি অভক্তি ও অযত্নের সাথে নামায আদায় করবে (অর্থাৎ উত্তম ওয়াক্তে নামায আদায় করবে না) অযু ভালোরূপে করে না, রক্ষু-সাজদা ভালোরূপে আদায় করে না, তার নামায কালো বর্ণ ধারণ করে এবং সে নামায আল্লাহর দরবারে ওই নামাযীকে লক্ষ করে বলে, তুমি যেমন আমাকে বরবাদ করলে আল্লাহ যেন তোমাকেও সেভাবে বরবাদ করেন। অতঃপর নামায যখন স্বীয় নির্দিষ্ট স্থানে অবতীর্ণ হয় সেখানে আল্লাহর মঞ্জুরি হয়, তখন ওই

নামাযকে পুরোনো নেকড়ার ন্যায় পেঁচিয়ে ওই নামাযীর মুখের ওপর ছুড়ে মারা হয়।

ফায়োদা: অর্থাৎ তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। হে মুমিনগণ! নামায যখন পড়েন যেন সওয়াবের জন্য পড়েন। এভাবে পড়বেন না যাতে উল্টা গোনাহ হয়।

নামাযে এদিক-ওদিক তাকানো

২০. রাসূল ﷺ বলেন, নামাযের মধ্যে তোমরা উপরের দিকে তাকাবে না (তা নামাযের সাথে বে-আদবি তুল্য)। এরূপ করলে, আল্লাহ তাআলা চক্ষুকে ছিনিয়ে নিতে পারেন।

২১. হযুর ﷺ বলেন, যে লোক নামাযে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকায় তাঁর নামায কবুল হয় না। তা তারই মুখের ওপর ছুড়ে মারা হয়।

নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া

২২. হযুর পাক ﷺ বলেন, নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া কত বড় পাপ তা যদি বুঝতো তবে চল্লিশ বছরও দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হতো, তবুও নামাযের সামনে দিয়ে যেত না।

মাসআলা: নামাযীর সামনে যদি এক হাত উঁচু কোনো জিনিস থাকে তবে সামনে দিয়ে যাওয়া জায়েয আছে।

জেনে শুনে নামায কাযা করা

২৩. হযুর ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে নামায ছেড়ে দেবে সে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলে, আল্লাহর তার ওপর ভীষণ রাগান্বিত হবেন।

করযে হাসানা প্রদান

২৪. নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি যখন মিরাজে গিয়েছিলাম, তখন বেহেশতের দরজার উপরে লেখা ছিল যে, খয়রাতের সওয়াব দশগুণ, আর করযে হাসানা বা ধার দেওয়ার সওয়াব হলো আঠারো গুণ।

গরীব দেনাদারকে সময় দেওয়া

২৫. হযুর ﷺ বলেন, কোনো অভাবগ্রস্তকে করযে হাসানা দিলে ওয়াদার তারিখ পার না হওয়া পর্যন্ত দৈনিক ওই পরিমাণ টাকা দান করার সওয়াব পাওয়া যায়।

কুরআন পাঠের সওয়াব

২৬. হুযুর পাক ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের একটি মাত্র হরফ পাঠ করবে, সে একটি নেকি পাবে। আর আল্লাহর দরবারে মুমিন বান্দার নেকির নিয়ম এই যে, একের বদলা দশটি নেকীও পাওয়া যায়। (কাজেই একটি হরফ পাঠ করলে দশটি নেকী পাবে।)

তিনি আরও বলেন, আমি আলিফ, লাম, মিমকে এক হরফ বলি না, বরং আলিফ এক হরফ, লাম এক হরফ, ও মীম এক হরফ। কাজেই কেউ শুধু আলিফ-লাম-মীম পাঠ করলে উপরোক্ত হিসেবে ত্রিশটি নেকি লাভ করবে।

বদ-দুআ করা

২৭. হুযুর পাক ﷺ বলেন, সাবধান! তোমরা কখনও নিজেকে নিজে বদ-দুআ বা অভিশাপ দিও না। নিজের সন্তান-সন্ততিকেও না। নিজের চাকর-চাকরানীকেও না। নিজের গরু-ঘোড়া, মাল-আসবাবকেও না। কেননা অনেক সময় দুআ করুলিয়তের সময় হয়, তখন বদ-দুআ দিলেও তাও কবুল হয়ে যেতে পারে।

হারাম মাল কামাই ও খাওয়া-পরা

২৮. হুযুর পাক ﷺ ইরশাদ করেন, হারামের উপার্জন দ্বারা যে শরীর গঠিত হয় তা কখনও বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

২৯. তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দ্বারা একটি পোশাক তৈরি করলো, এর মধ্যে তার এক দিরহাম যদি উপার্জনের হয়, তবে যতদিন ওই পোশাক সে গায়ে দেবে, ততদিন তার কোনো নামায দুআ আল্লাহ কবুল করবেন না।


প্রতারণা করা

৩০. হুযুর ﷺ বলেন, ধোঁকা প্রদানকারী আমাদের দলভুক্ত নয়। সে আমার উন্মত হতে খারেজ।


ফায়েদা: ক্রয়-বিক্রয়, মামলা-মুকাদ্দমা, বিয়ে-শাদি, পীর-মুরীদ প্রভৃতির মধ্যে যে কোনো প্রকারের ধোঁকা দেওয়াই মহাপাপ।

করয বা ধার নেওয়া

৩১. হুযুর ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি করযদার থেকে মারা গেছেন, তার দেনা কিয়ামতের দিন নেকি দ্বারা পরিশোধ করা হবে। সেখানে দিনার-দিরহাম কিংবা ডলার থাকবে না।


৩২. হযুর  আরও বলেন, ঠেকাবশত কেউ ধার করে আত্মাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তা শোধ না করতে পেরে ওই চিন্তাতেই মারা গেলে আল্লাহ বলেন যে, তিনি তার সাহায্য করবেন। (অর্থাৎ আল্লাহ স্বয়ং তার দেনা পরিশোধের কোনো ব্যবস্থা করবেন)। আর যার দেনা পরিশোধের সেই ধরনের চিন্তাও নেই চেষ্টাও নেই, সে দেনা পরিশোধ না করে মারা গেলে তার দেনার বদলে তার নেকি নিয়ে যাওয়া হবে। ওই দিন দিনার-দিরহাম কিছুই থাকবে না।

সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও দেনা পরিশোধ না করা


৩৩. হযুর পাক  বলেন, সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও দেনা পরিশোধ না করা বা টালবাহানা করা যুলমতুল্য।

ফায়োদা: অনেকের বদ-স্বভাব থাকে যে, হাতে টাকা-পয়সা থাকা সত্ত্বেও দু'চারদিন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরিশোধ করে বা মজুরি এক আধ ঘণ্টা দেরি করতে পারলে ভালো মনে করে। আর যখন তখন দেয় না পাওনাদারে ভালো মনে করে, পাওনা পরিশোধের বেলায় এখন না তখন করতে থাকে। এ বদ-অভ্যাস অত্যন্ত খারাপ।


সুদ নেওয়া ও দেওয়া

৩৪. হযুর পাক  বলেন, সুদ যে খায় তার ওপরও অভিশাপ আর যে দেয় তার ওপরও অভিশাপ।

অন্যের জমি জোর করে নেওয়া


৩৫. নবী করীম  ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও পরের জমি জোর করে নেয় (তাকে রোজ কিয়ামতে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হবে যে,) সাত তবক জমিনের হার বানিয়ে তার গলায় দেওয়া হবে।

যথা সময়ে মজুরি দেওয়া

৩৬. হযুর  ইরশাদ করেন, মজুরদের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার মজুরি দিয়ে দেবে।

৩৭. তিনি আরও ইরশাদ করেন, আল্লাহ বলেন স্বয়ং আমি কিয়ামতের মাঠে তিন ব্যক্তির পক্ষে ফরিয়াদি হবো। তিনজনের মধ্যে ওই ব্যক্তিও আছে যার দ্বারা কাজ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার মজুরি দেওয়া হয়নি।

সন্তান মারা গেলে

৩৮. নবী করীম  ইরশাদ করেন, স্বামী স্ত্রী-উভয়ে যদি ঈমানদার হয় এবং তাদের তিনটি সন্তান (না-বালগে অবস্থায়) মারা গেলে, তবে

তাদেরকে আল্লাহ নিজ রহমতে বেহেশত দান করবেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কারো দুটি সন্তান মারা যায়? তিনি বললেন, যার দুটি সন্তান মারা যায় তারও একই সওয়াব। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হলো, যদি কারো একটি সন্তান মারা যায়? (তার কি সওয়াব হবে?) হযুর عليه السلام বললেন, যার একটি সন্তান মারা যায় তারও অনুরূপ সওয়াব। অতঃপর হযুর عليه السلام বললেন, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন, যে মেয়েলোকের গর্ভপাত হয়ে সন্তান মারা যাবে, যদি সে আল্লাহর দিকে চেয়ে সবর করে, তবে সে সন্তান তার মাকে নাভীর নাড়ি দ্বারা পেচিয়ে বেহেশতে নিয়ে যাবে।

সুগন্ধি লাগিয়ে পর-পুরুষের সামনে যাওয়া

৩৯. হযুর عليه السلام বলেন, যে স্ত্রীলোক সুগন্ধি লাগিয়ে পরপুরুষের কাছ দিয়ে যাতায়াত করে সে এরূপ (অর্থাৎ বদকার)।

ফায়দা: দেবর-ভাসুর, ভগ্নিপতি, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, ফুপাতো ভাই, খালাতো ভাই, দেবর-পুত, ভাসুর-পুত প্রভৃতিও গায়রে মাহরাম। কাজেই তাদের কাছ দিয়েও সুগন্ধি লাগিয়ে চলাচল নিষেধ।

মেয়েলোকদের পাতলা কাপড় পরিধান করা

৪০. হযুর عليه السلام ইরশাদ করেন, কোনো কোনো মেয়েলোক নামেমাত্র কাপড় পরিধান করে, কিন্তু পাতলা হওয়াই মূলত উলঙ্গই থাকে। তারা বেহেশতে যাবে না এবং বেহেশতের দ্বাণ হতেও বঞ্চিত থাকবে।

স্ত্রীলোকের পুরুষের চুরত ধারণ করা

৪১. যে স্ত্রীলোক পুরুষের মতো কাপড় পরবে বা সুরত ধরবে তার ওপর আল্লাহর রাসূল عليه السلام লানত করেছেন।

৪২. হযুর عليه السلام যে সকল স্ত্রীলোক পুরুষের বাবরীর ন্যায় কান বা কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখে তাদের ওপর আল্লাহর লানত।

গৌরব প্রকাশের জন্য কাপড় পরা

৪৩. হযুর পাক عليه السلام ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নাম ও ফ্যাশন প্রকাশের জন্য পোশাক পরে, রোজ কিয়ামতে আল্লাহ তাকে অপমানের পোশাক পরিয়ে তাতে দোযখের আগুন লাগিয়ে দেবেন।

কারো ওপর যুলম করা

৪৪. হযুর পাক عليه السلام একদিন মজলিসের মধ্যে প্রশ্ন করলেন, তোমরা বলতে পার গরীব কে? সকলে বলল, গরীবতো সেই যার কোনো ধন-সম্পদ

নেই। হযুর ﷺ বলেন, আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য তা নয়। আমার উম্মতের মধ্যে গরীব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায-রোযা, যাকাত সবকিছু নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু হয়তো সে কাউকে গালি-মন্দ বলেছে, কারো ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো হক নষ্ট করেছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কাউকে হত্যা করেছে, কাউকে অন্যায়ভাবে মেরেছে ইত্যাদির কারণে তার নেকিসমূহ ওইসব হকদারদের দেওয়া হবে। তাতেও হকদারদের হক আদায় না হলে তখন হকদারদের গোনাহ তার ওপর চাপানো হবে এবং তাকে দোষখেঁ নিক্ষেপ করা হবে। এ হলো বড় গরীব।

দয়া ও অনুগ্রহ করা

৪৫. হযুর ﷺ বলেন, সে আল্লাহর রহমত ও দয়া পাবে না, যে মানুষের ওপর দয়া ও রহম করে না।

সৎকাজে নির্দেশ ও অসৎকাজে নিষেধ

৪৬. রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ শরীয়তের খেলাফ কোনো কাজ দেখবে, তার নিজ হাতে সে বাধা প্রদান করবে। যদি এতটা ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখে নিষেধ করবে। যদি এতটুকুও ক্ষমতা না থাকে, অন্তত তাকে মন থেকে ঘৃণা করবে। এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।

ফায়োদা: হে মুমিনগণ! যাদের ওপর জোর চলে, যেমন- নিজের ছেলে, মেয়ে, চাকর-চাকরানী প্রভৃতি তাদের ওপর জোরপূর্বক নামায-রোযা, পর্দা, সত্যকথা, সদ্ব্যবহার, ইসলামি আদব-কায়দা ইত্যাদি শিক্ষা দাও। এর অভ্যাস করাও। যদি তাদের কাছে ছবি বা মাটির কিংবা প্লাস্টিকের কোন মূর্তি দেখ বা অশ্লীল বই-পুস্তক দেখ, তবে তা ছিড়ে-ভেঙে ছুঁড়ে জ্বালিয়ে ফেল এবং আতশবাজি, সিনেমা, হিন্দুর পর্বের মিটাই সামগ্রী কিনতে টাকা-পয়সা দেবে না।

মুসলমানদের দোষ ঢেকে রাখা

৪৭. হযুর ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ প্রকাশ করবে, আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তার দোষ প্রকাশ করে দেবেন। এমনকি সে নিজের বাড়ির ভেতর বসে থাকলেও অপমানিত হবে।

কারো অপমান অনিষ্ট দেখে খুশি হওয়া

৪৮. হযুর পাক আল্লাহর
রাসূল
ওয়সাল বলেন, সাবধান! তোমরা কেউ অপর মুসলমান ভাইয়ের
বিপদাপদ দেখে খুশি হইও না। কেননা হয়তো আল্লাহ তার ওপর
অনুগ্রহ করে সে বিপদ হতে মুক্ত করে তোমাকে সে বিপদে লিপ্ত করতে
পারেন।

কোনো গোনাহের কারণে খোটা দেওয়া

৪৯. রাসূলুল্লাহ আল্লাহর
রাসূল
ওয়সাল ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কারো গোনাহ বা দোষের
কাজে খোটা দেবে, সে নিশ্চয় ওই গোনাহের কাজের মধ্যে লিপ্ত হবে।
যে পর্যন্ত সে ওই ব্যক্তির গোনাহের কাজে লিপ্ত না হবে, সে পর্যন্ত তার
মৃত্যু আসবে না।

ফায়দা: হাদীসের অর্থ এই যে, যদি কেউ কোন পাপ কাজে লিপ্ত হয় এবং
পরে তওবা করে, তবে এই তওবাকৃত পাপের জন্য তাকে খোটা দেওয়া
মারাত্মক অন্যায। আর তওবা না করলে তাকে উপকারের স্বার্থে অবশ্যই
নসীহত করা যাবে। কিন্তু তাকে শরম দেয়া বা অপমানের উদ্দেশ্যে বা
নিজের বাহাদুরি প্রকাশের উদ্দেশ্যে তা আলোচনা করা অন্যায।

সগীরা গোনাহ করা

৫০. নবী করীম আল্লাহর
রাসূল
ওয়সাল বিবি আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, হে আয়েশা! ছোট
ছোট গোনাহ হতে তুমি নিজেকে রক্ষা কর। কেননা ছোট ছোট
গোনাহেরও সওয়াল-জবাব হবে তা ফেরেশতারা লিখেছে এবং তার
হিসাব হবে।

মাতা-পিতাকে খুশি রাখা

৫১. হযুর আল্লাহর
রাসূল
ওয়সাল বলেন, আল্লাহর খুশি পিতা-মাতার খুশির মধ্যে নিহিত এবং
আল্লাহর নাখুশি পিতা-মাতার নাখুশির মধ্যে।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে অসদ্ব্যবহার করা

৫২. হযুর আল্লাহর
রাসূল
ওয়সাল বলেন, প্রত্যেক জুমুআর রাতে সকল মানুষের আমল ও
ইবাদত আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় (এবং মাফ করা হয়)। কিন্তু
যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে অসদ্ব্যবহার করে তার কোনো আমল ও
ইবাদত কবুল হয় না।

ইয়াতীমের লালন-পালন করা

৫৩. হযুর আল্লাহর
রাসূল
ওয়সাল ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইয়াতীম বাচ্চাদের লালন-পালন ও
ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে তার ক্ষেত্রে তিনি শাহাদত আঙ্গুলি ও

মধ্যমা আঙ্গুলি দেখিয়ে বলেন, সে ব্যক্তি ও আমি একত্রে বেহেশতে থাকব।

৫৪. হযরত আবু হুরাইরা বলেন, যে ব্যক্তি ইয়াতীম বাচ্চার মাথার ওপর শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে দয়াপরবশ হয়ে হাত বুলাবে তার হাতের নিচে যত চুল থাকবে সে পরিমাণ সে নেকি লাভ করবে। আর যদি কারও আশ্রয়ে ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে থাকে এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, তবে আমিও সে বেহেশতে এভাবে থাকবে যেমন- শাহাদাত আঙ্গুলি এবং মধ্যমা আঙ্গুলি নিকটবর্তী ব্যবধান।

পাড়া-প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া

৫৫. হযরত আবু হুরাইরা বলেন, যে ব্যক্তি নিজের পাড়া-প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়। আর যে আমাকে কষ্ট দেয় সে স্বয়ং আল্লাহ তাআলাকে কষ্ট দেয়। যে নিজের প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করে সে আমার সাথে ঝগড়া করে আর যে আমার সাথে ঝগড়া করে সে স্বয়ং আল্লাহর সাথে ঝগড়া করে।

ফায়োদা: পাড়া-প্রতিবেশীর হক খুব বেশি। সামান্য কারণে তাদের সাথে ঝগড়া-কলহ করা বা কাউকে কষ্ট দেওয়া অন্যায়।

মুসলমানের কোন কাজ করে দেওয়া

৫৬. হযরত আবু হুরাইরা বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের কোনো কাজ আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য করে দেবে এবং তার উপকার করে দেবে স্বয়ং আল্লাহ তার কাজ করে দেবেন এবং তার সাহায্য ও উপকার করবেন।

লজ্জাশীলতা ও নির্লজ্জতা

৫৭. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি প্রধান অঙ্গ। ঈমান মানুষকে বেহেশতে পৌঁছাবে। আর নির্লজ্জতা মানুষকে দোযখে পৌঁছাবে।

ফায়োদা: কিন্তু দীনের কাজে লজ্জা করবে না। যেমন- বিয়ে-শাদিতে বা সফরে স্ত্রীলোকেরা নামায পড়ে না। এরূপ লজ্জা নির্লজ্জতা অপেক্ষা খারাপ। মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করবে না। এগুলো লজ্জা নয়, বরং মনের দুর্বলতা।

ভালো স্বভাব ও মন্দ স্বভাব

৫৮. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষের ভালো স্বভাব ও সদ্ব্যবহার পাপসমূহকে এমনভাবে গলিয়ে দেয়, যেমন- পানি লবনকে গলিয়ে

দেয়। তদ্রূপ মানুষের মন্দস্বভাব ও অসদ্ব্যবহার ইবাদত-বন্দেগিকে এমনভাবে নষ্ট করে দেয় যে রূপ সিরকা মধুকে নষ্ট করে দেয়।

৫৯. হযরত আল্লাহ ব বলেন, তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয় এবং কিয়ামত দিবসে আমার নিকট বেশি নিকটবর্তী হবে সে, যার স্বভাব-চরিত্র ভালো। আর আমার নিকট সর্বাপেক্ষা খারাপ ও অপছন্দনীয় এবং রোজ কিয়ামতে সর্বাপেক্ষা বেশি দূরবর্তী হবে সে, যার স্বভাব-চরিত্র মন্দ।

কোমল ও কঠোর ব্যবহার

৬০. হযরত আল্লাহ ব বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ স্বয়ং দয়ালু। যারা দয়াপরবশ হয়ে লোকের বরং সমস্ত জীবের সাথে নরম ও কোমল ব্যবহার করে (কঠোর ও কর্কশ ব্যবহার করে না, তিনি তাদেরকে পছন্দ করেন) আল্লাহ স্নেহ, নরম ও কোমল ব্যবহারের যে নেয়ামত দেন, কঠোর ও নির্মম ব্যবহারকারীকে তা দেন না।

৬১. হযরত আল্লাহ ব বলেন, যার স্বভাব এবং ব্যবহারে নম্রতা ও স্নেহশীলতা নেই, সে লোক মঙ্গল ও কল্যাণ হতে বঞ্চিত।

৬২. হযরত আল্লাহ ব আরও বলেন, যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয় বা নম্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর যে অহমিকা প্রদর্শন করে আল্লাহ তার ঘাড় ভেঙে দেন।

কারো ঘর বা বাড়িতে উঁকি মারা

৬৩. হযরত আল্লাহ ব বলেন, অনুমতি ছাড়া কারো ঘর বা বাড়িতে উঁকি মেরে দেখো না, যে এরূপ করলো সে যেন ডুকে পড়লো।

ফায়োদা: বহু স্থানে অনেক কুপ্রথা প্রচলিত আছে, মেয়েলোকগণ নববর ও নববধূকে বাসর ঘরে দিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, এটা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও গোনাহের কাজ। এরূপ দেখা ও ঘরে প্রবেশ করার পার্থক্য কি? হাদীসে আছে এরূপ লোকের চোখ পুড়িয়ে দিলেও কোনো দোষ নেই।

কারো গোপনীয় কথায় কান দেওয়া

৬৪. হযরত আল্লাহ ব বলেন, যে লোকের কানে কানের কথা শুনবে, অথচ তাকে শোনানো ইচ্ছা নেই। কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তির কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে।

রাগ বা ক্রোধ করা

৬৫. এক ব্যক্তি হযুর আল্লাহর
রাসূল-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, হযুর!
আমাকে একটি কাজ দিন যা দ্বারা আমি সহজেই জান্নাতে যেতে পারি।
হযুর আল্লাহর
রাসূল বললেন, রাগ দমানোর চেষ্টা কর।

ফায়দা: রোগ বিশেষে রোগীকে ওষুধ দিতে হয়। এই লোকটির যে রোগ ছিল সে রোগেরই ওষুধ রুহানী ডাক্তার আল্লাহর নবী দান করেছেন।

কথা বলা ত্যাগ করা

৬৬. হযুর আল্লাহর
রাসূল বলেন, কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে কথা বলা ত্যাগ করা
কোনো মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশি হালাল নয়। যে তিন দিনের
বেশি কথা বলা ত্যাগ করে মারা যাবে, সে জাহান্নামী হবে। অবশ্য
দীনী কারণে কথা বন্ধ রাখা দুরন্ত আছে।

কোনো মুসলমানকে বেঈমান বলা ও অভিশাপ দেওয়া

৬৭. হযুর আল্লাহর
রাসূল বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মুসলমানকে যদি বলে,
ওরে কাফির বা ওরে বেঈমান তবে তার এই পরিমাণ গোনাহ হবে যা
ওই মুসলমানকে হত্যা করলে হতো।

৬৮. হযুর আল্লাহর
রাসূল বলেন, কোনো মুসলমানকে অভিশাপ দেওয়া এমন গোনাহ,
যেমন— ওই মুসলমানকে প্রাণে হত্যা করলে হবে।

৬৯. হযুর আল্লাহর
রাসূল আরও বলেন, যখন কেউ কোনো মুসলমান অভিশাপ দেয়
তখন তা প্রথমে আকাশের দিকে যায়, তখন আকাশের দরজা বন্ধ করে
দেওয়া হয়। তখন জমিনের দিকে যায়, জমিনের দরজাও বন্ধ করে
দেওয়া হয়। অতঃপর ডানে-বামে ঘুরে যাকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে
তার কাছে যায়। যদি সে অভিশাপের যোগ্য হয় তবে তা তার ওপরই
পড়ে। নতুবা যে অভিশাপ দিয়েছে তার ওপরই এসে পড়ে।

ফায়দা: অনেক স্ত্রীলোকের সামান্য কারণেই অভিশাপ দেওয়ার অভ্যাস
আছে। তা পরিত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন।

কোনো মুসলমানকে অহেতুক ভয় দেখান

৭০. হযুর আল্লাহর
রাসূল বলেন, যদি কোনো মুসলমানের দিকে না-হক এরূপ তীক্ষ্ণ
দৃষ্টিতে দেখে যে, সে তাতে ভয় পায়, তবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের
দিন তাকে ভয় দেখাবেন।

ফায়দা: ন্যায্য কারণে ভয় দেখানো জায়েয আছে। কিন্তু অকারণে তা
জায়েয নেই।

মুসলমানের ওয়র কবুল করে নেওয়া

৭১. হযরত আবু হুরাইরা বলেন, যদি কোনো মুসলমান ভাই ভুলবশত কোনো অন্যায় করে পরে ওয়র পেশ করে এবং ক্ষমা চায়, তবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া চাই। যে ক্ষমা চাওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করবে না, সে হাউসে কওসারের পাশে আমার নিকট আসতে পারবে না।

গীবত করা

৭২. হযরত আবু হুরাইরা বলেন, যে দুনিয়ায় মুসলমান ভাইয়ের গোশত খায় (অর্থাৎ গীবত করে) কিয়ামতের দিন তাকে মৃত মানুষের গোশত খেতে দেওয়া হবে এবং বলা হবে, তুমি জীবিত লোকের গোশত খেয়েছ এবার মৃত লোকের গোশত খাও। সে খেতে চাইবে না। শোরগোল করবে, নাক-মুখ ছিটকাবে, তবু তাকে ওই মৃতের গোশত খেতে বাধ্য করা হবে।

মিথ্যা দোষারূপ করা

৭৩. হযরত আবু হুরাইরা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ওপর মিথ্যা দোষারূপ করে তাকে জাহান্নামে এমন স্থানে রাখা হবে যেখানে জাহান্নামীদের দেহের গলিত রক্ত-পূঁজ গিয়ে জমা হবে। অবশ্য তওবা করলে এবং ওই লোকের নিকট মাফ চাইলে সে শাস্তি মাফ হবে।

কথা কম বলা

৭৪. হযরত আবু হুরাইরা ইরশাদ করেন, চুপ থাকলে অনেক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৭৫. হযরত আবু হুরাইরা আরও বলেন, শুধু আল্লাহর যিক্র ছাড়া বাজে কথা কম বলার অভ্যাস কর। কেননা আল্লাহর যিক্র ছাড়া অন্য কথা বেশি বলায় মন কঠিন হয়ে যেতে পারে। যার মন কঠিন হবে সে আল্লাহ হতে দূরে থাকবে।

অহংকার করা

৭৬. হযরত আবু হুরাইরা বলেন, যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণও অহংকার থাকবে সে বেহেশতে যাবে না।

সত্য কথা ও মিথ্যা কথা

৭৭. হযরত আবু হুরাইরা বলেন, সদা সত্য কথা বলার অভ্যাস কর। কেননা সত্যই সৎকর্মের মূল এবং এ দুটি অর্থাৎ সত্য ও সততা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায়। মিথ্যা কখনও বলবে না। কেননা মিথ্যাই সকল পাপের মূল। এ দুটি অর্থাৎ মিথ্যা ও পাপ মানুষকে দোষখে নিয়ে যায়।

চোগলখুরী

৭৮. হযুর পাক ﷺ বলেন, চোগলখুর বেহেশতে যাবে না।

৭৯. তিনি আরও বলেন, যে দুনিয়ায় দুমুখোপনা করবে, কিয়ামতের দিন তার দুটো আঙনের জিহ্বা হবে।

ফায়োদা: দু'মুখোপনার অর্থ হলো যার কাছে যায়, তার মন খুশি করার কথা বলা, তা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা

৮০. হযুর ﷺ বলেন, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথকারী ব্যক্তি কুফরি বা শিরকি গোনাহে লিপ্ত হবে।

ফায়োদা: যেমন— কেউ বলে, তোমার জানের কসম, তোমার চোখের কসম, নিজের ছেলের কসম ইত্যাদি। হাদীস শরীফে আছে, এ ধরনের কসম মুখ দিয়ে আসলে সাথে সাথে কালেমা পাঠ করবে।

ঈমানের কসম করা

৮১. হযুর ﷺ ইরশাদ করেন, যদি কোনো লোক এরূপ কসম করে যে, যদি একথা সত্য না হয় বা এরূপ না হয়, তবে যেন ঈমান নসীব না হয়, (কালেমা নসীব না হয় বা শাফাআত নসীব না হয় বা বেহেশত নসীব না হয় তবে এরূপ কসম সত্য হোক বা মিথ্যা হোক কখনও করা চায় না)। যদি মিথ্যা হয় তবে ঈমান চলে যাবে। আর যদি সত্য হয় তবুও ঈমান নিরাপদ থাকবে না।

রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে নেওয়া

৮২. হযুর ﷺ বলেন, কোনো ব্যক্তি পথ দিয়ে যাওয়া-কালে পথে যদি কোনো কাঠাওয়ালা ডাল দেখে তা পথ হতে সরিয়ে ফেললো। আল্লাহ তার এই কাজটিকে খুবই পছন্দ করলেন এবং তাকে মারফ করে দিলেন।

ওয়াদা ঠিক রাখা, আমানত পূরা করা

৮৩. হযুর পাক ﷺ বলেন, যার মধ্যে আমানতের গুণ নেই, তার ঈমান নেই। আর যার মুখের ওয়াদা ঠিক নেই তার ধর্ম নেই।

জ্যোতিষী দ্বারা ভাগ্য গণনা করা

৮৪. হযুর ﷺ বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে যায় এবং গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করে এবং তার কথা বিশ্বাস করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না।

ফায়োদা: কারো ওপর জিনের আসর হলে তার কাছে গিয়ে অনেকে জিজ্ঞাসা করে, আমার স্বামীর চাকুরী হবে, আমার ছেলে কবে আসবে ইত্যাদি। এসব কথা শরীয়তের খেলাফ ও গোনাহ।

কুকুর পালন ও ছবি রাখা

৮৫. হযুর একাদশ
শতাব্দী
উগ্রমুহুর বলেনছেন, কুকুর বা ছবি রাখা ঘরে রহমতের ফেরেশতা আসে না।

ফায়োদা: ছেলেমেয়ের প্রাণীর মূর্তি বা পুতুল খেলনা রাখাও দুরস্ত নেই।

বিনা ওযরে উপুড় হয়ে শয়ন করা

৮৬. হযুর একাদশ
শতাব্দী
উগ্রমুহুর একদিন পথ চলছিলেন, তখন এক লোককে দেখলেন সে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। হযুর একাদশ
শতাব্দী
উগ্রমুহুর তাকে পায়ের দ্বারা ঠেলা দিয়ে বললেন, এরূপ শয়ন করা আল্লাহ পছন্দ করেন না।

কিছু রোদে ও কিছু ছায়ায় বসা

৮৭. হযুর একাদশ
শতাব্দী
উগ্রমুহুর কিছু রোদ ও কিছু ছায়ায় বসতে নিষেধ করেছেন।

কুলক্ষণ ও কুযাত্রা মেনে চলা

৮৮. হযুর একাদশ
শতাব্দী
উগ্রমুহুর বলেন, কু-লক্ষণ ও কু-যাত্রা মানা শিরকের সমতুল্য।

যাদু-টোনা করা

৮৯. হযুর পাক একাদশ
শতাব্দী
উগ্রমুহুর বলেন, যাদু-টোনা করা শিরক।

পার্শ্ব লোভ করা

৯০. হযুর একাদশ
শতাব্দী
উগ্রমুহুর বলেন, পার্শ্ব লোভ না করাতে রুহের শান্তি ও শরীরে আরাম আসে।

৯১. হযুর একাদশ
শতাব্দী
উগ্রমুহুর বলেন, যদি বকরীর পালের মধ্যে ক্ষুধার্ত দুটি বাঘ ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তারা যেমন- বকরীর সর্বনাশ করে, মানুষের ধন-লোভ ও যশ-লিপ্সা ঈমানকে তার অধিক সর্বনাশ করে।

মৃত্যুকে স্মরণ করা

৯২. হযুর পাক একাদশ
শতাব্দী
উগ্রমুহুর বলেন, তোমরা সর্বস্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর। (তবেই সমস্ত বিলাসিতার মূলোচ্ছেদ ঘটবে।)

৯৩. হযুর একাদশ
শতাব্দী
উগ্রমুহুর বলেন, সকালবেলা সন্ধ্যার চিন্তা করো না এবং সন্ধ্যাবেলা সকালের চিন্তা করো না (কি জানি হয়ত মৃত্যু এসে যেতে পারে।) তোমরা রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে সু-স্বাস্থ্যের মূল্য বুঝ (অর্থাৎ স্বাস্থ্য দ্বারা কাজ নাও। মৃত্যু আসার আগে অমূল্য জীবনের কদর কর।

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা

৯৪. হযুর আল্লাহ রাসূল ওয়া সাল্বতুহু বলেন, মুসলমানদের দুনিয়ায় যা কিছু দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ, শোক-তাপ পৌছে, এমনকি যেসব চিন্তা ও পেরেশানি আসে তাতে আল্লাহ তার গোনাহ মাফ করে দেন।

রোগীর সেবা করা

৯৫. হযুর পাক আল্লাহ রাসূল ওয়া সাল্বতুহু ইরশাদ করেন, কোনো মুসলমান যদি কোনো রোগীর সেবা-শুশ্রূষা বা খবরাখবর নেওয়ার জন্য ভোরে যায়, তবে ভোর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা দিন সত্তর হাজার ফেরেশতা নেক দুআ করতে থাকেন। আর যদি সন্ধ্যায় যায় তার জন্য সারা রাত ফেরেশতারা দুআ করতে থাকেন।

মৃতের দাফন-কাফন

৯৬. হযুর আল্লাহ রাসূল ওয়া সাল্বতুহু বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মৃতকে আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে গোসল দেবে, তার সমস্ত সগীরা গোনাহ এভাবে মাফ হয়ে যাবে, যেন তার মার গর্ভ হতে সে সদ্য ভূমিষ্ট হয়েছে। আর যে মৃতকে কাফন দান করবে, আল্লাহ তাকে বেহেশতে জোড়া পোশাক দান করবেন। আর যে ব্যক্তি শোক-সন্তপ্ত লোকদেরকে সান্ত্বনা দান করবে, আল্লাহ তাকে পরহেয়গারির পোশাক পরিধান করাবেন এবং তার রুহের ওপর রহমত নাযিল করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো দুঃখী বিপদগ্রস্তকে প্রবোধ সান্ত্বনা দেবে, আল্লাহ তাকে বেহেশতে এমন পোশাক দান করবেন যার মূল্য দুনিয়ার সবকিছুর চাইতে অধিক হবে।

ইয়াতীমের মাল খাওয়া

৯৭. হযুর আল্লাহ রাসূল ওয়া সাল্বতুহু বলেন, রোজ কিয়ামতে কিছু লোক কবর হতে উঠবে, যাদের মুখে আগুনের শিখা বের হবে। কেউ জিজ্ঞাসা করলো, হে রাসূল আল্লাহ রাসূল ওয়া সাল্বতুহু! তারা কারা? তিনি বললেন, তোমরা কি শুনোনি যে, আল্লাহ কুরআনে ফরমায়েছেন, যারা ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে খায়, তারা পেটে গুধু আগুন ভরছে।

কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ

৯৮. হযুর পাক আল্লাহ রাসূল ওয়া সাল্বতুহু বলেন, কিয়ামতের ময়দানে চারটি প্রশ্ন করা হবে প্রত্যেক লোককে। তার জবাব না দেওয়া পর্যন্ত কাউকে পা নাড়তে দেওয়া হবে না। যথা—

প্রথম প্রশ্ন : জীবন কি করে কাটিয়েছ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : শরীয়তের হুকুম সম্পর্কে যে জ্ঞান তোমাকে দান করা হয়েছিল সেরূপ আমল করেছ কিনা?

তৃতীয় প্রশ্ন : টাকা-পয়সা, মাল-সামানা হালাল উপায়ে অর্জন করেছ, না হারাম উপায়ে? আর তা কোথাই কিভাবে কাটিয়েছ?

চতুর্থ প্রশ্ন : যৌবনে সুস্থ শরীরটা কি কাজে খাটিয়েছ?

৯৯. হযুর আল্লাহর রাসূল বলেন, কিয়ামতের ময়দানে সকলের হক পরিশোধ করা হবে। এমনকি শিঙালা বকরী যদি শিঙহীন বকরীকে গুঁতায় থাকে ও কষ্ট দিয়ে থাকে, তারও প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

বেহেশত ও দোযখকে স্মরণ রাখা

১০০. হযুর পাক আল্লাহর রাসূল একদিন ওয়াযের মজলিসে বলেন, দেখ অতি বড় দুটি জিনিস আছে, তোমরা সে দুটি জিনিসের কথা কখনও ভুলবে না। তাহলো বেহেশত ও দোযখ। ওই দুটির কথা বলে হযুর পাক আল্লাহর রাসূল কাঁদতে লাগলেন। এমনকি হযুরের চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি মোবারক ভিজে গেল। তিনি আবার বললেন, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, যে আল্লাহর হাতে আমার জীবন, আখেরাতের বিষয়সমূহ যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা ঘরে বাস করতে না, বরং কাঁদতে কাঁদতে মাটে ময়দানে বের হয়ে মাথায় ধূলা-মাটি মুখে মারতে।